সদানন্দ যোগীন্দ্র ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে অজ্ঞানের
দ্বৈবিধ্য স্বীকার করেছেন। তিনি ব্যষ্টি মলিন সত্ত্বপ্রধান
অজ্ঞানকে জীবের উপাধি ও সমষ্টি উৎকৃষ্ট
সত্ত্বপ্রধান অজ্ঞানকে ঈশ্বরের উপাধি বলেছেন।
অজ্ঞান অসংখ্য। সকল অজ্ঞানের মিলিত রূপই
সমষ্টি-অজ্ঞান বা সমষ্ট্যজ্ঞান। সকল বৃক্ষকে
নিয়ে যেমন বন, জলের সমষ্টি জলাশয়, সেরূপ
সকল অজ্ঞানের যোগফল হচ্ছে অজ্ঞান-সমষ্টি।
এই সমষ্ট্যজ্ঞান উৎকৃষ্ট সত্ত্বপ্রধান হওয়ায়
অজ্ঞানের অবভাসক হয়, তারই ফলে
ঈশ্বর সর্বজ্ঞ হন। তাই শ্রুতি ঈশ্বরের পরিচয়
দিতে বলেছে- 'যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং
তপঃ' ইত্যাদি। এই সমষ্ট্যজ্ঞানোপহিত
(সমষ্টি + অজ্ঞানোপহিত) চৈতন্য ঈশ্বর সর্বজ্ঞ;
সকল জীবের কর্মফল দান করেন বলে তিনি
ঈশ্বর। সকল জীবের প্রেরকরূপে তিনিই
নিয়ন্তা এবং সকল জীবের হৃদয়-গুহায় অবস্থান
করে বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করেন বলে তিনি অন্তর্যামী
শ্রুতি বলেছে - 'এষ তেঽন্তর্যাম্যমৃতঃ'।
প্রমাণের অগোচর বলে ঈশ্বর অব্যক্ত।